দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 13 APR 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

বেসরকারী মেডিকেল কলেজের হাল

রোগাক্রান্ত মানুষের চিকিৎসায় চিকিৎসক শিল্পীর মত জ্ঞানের সঙ্গে মমত্ববোধ, আরোগ্যকলার সাথে নৈতিকতা মিশিয়ে আরোগ্যের নিরলস সাধনায় ব্যাপৃত হন। সম্মান ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজে চিকিৎসকের অবস্থান তাই অনেক উপরে। কিন্তু দেশের বেসরকারী মেডিকেল কলেজগুলোতে সম্প্রতি যে অনিয়ম ও অব্যবস্থা শুরু হয়েছে তাতে প্রকৃত ও আদর্শ চিকিৎসক গড়ে ওঠার বিষয়টি প্রশ্নবোধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকার অনুমোদিত দেশের ৩২টি বেসরকারী মেডিকেল কলেজের অর্ধেক অর্থাৎ ১৬টিকেই সমস্যাদুষ্ট মেডিকেল কলেজ হিসেবে দেখছে সরকার। অর্থের দাপট দেখিয়ে এসব মেডিকেল কলেজের যাত্রা শুরু। এখন এগুলো চলছে শিক্ষার বদলে বাণিজ্যিক মনোবৃত্তিতে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে পরিচালিত তদন্তে 'প্রবলেম মেডিকেল কলেজ' চিহ্নিত করতে গিয়ে ৫টি কলেজের করুণ দশার বিবরণ পাওয়া গেছে। এর বাইরে আরো ১১টি মেডিকেল কলেজে বিরাজ করছে দৈন্যদশা। নীতিমালার শর্ত পূরণ করেনি এমন বেসরকারী মেডিকেল কলেজগুলো বন্ধ করে দেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। বন্ধের আওতায় আসতে পারে একাধিক বেসরকারী মেডিকেল কলেজ। রাজধানীর বাইরে সিলেট, রাজশাহী ও চট্টগ্রামেও চলছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শক দলের অভিযান। সম্প্রতি চিহ্নিত পাঁচ মেডিকেল কলেজকে তাদের ভর্তি কার্যক্রম স্থগিত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে ওইসব প্রতিষ্ঠানে চলমান শিক্ষা কার্যক্রম চলবে।

সুস্থ দেহেই যেহেতু সবল মনের অধিষ্ঠান, তাই প্রতিটি ধর্মেই সুস্থতা ও পবিত্রতার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। মেডিকেল কলেজ থেকে অধ্যয়ন করে ছাত্র-ছাত্রীরা যোগ্য চিকিৎসক হিসেবে গড়ে উঠে জনগণের সেবা করবেন সেটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু আমাদের দেশে রিসমিল্লায় গলদের মত ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস থেকে শুরু করে নানা অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগ শোনা যায়। অতীতে খোদ রাজধানীতেই সন্ধান পাওয়া যায় একাধিক অননুমোদিত মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের। ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা বহু বেসরকারী মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে অতীতে ছাত্র ভর্তির নামে লাখ লাখ টাকা কামিয়ে নেয়ার নজিরও আছে। অনেক প্রতিষ্ঠানে মেডিকেল শিক্ষার মানের অবনতি ঘটেছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিভিন্ন সময়ে দলীয়ভাবে অনুগত লোকদের চাকরি দিয়ে মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুর্নীতিগ্রস্তও করা হয়েছে। কয়েক বছর আগে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চলেছে ভুয়া মেডিকেল সার্টিফিকেট ব্যবসা। বেসরকারী মেডিকেল কলেজগুলোর নিজস্ব ভবন থাকার কথা থাকলেও অনেক কলেজেরই তা নেই। নেই পর্যাপ্ত যোগ্য শিক্ষক ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। প্রতি ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ২৫০ শয্যার একটি হাসপাতাল থাকার কথা থাকলেও অনেক প্রতিষ্ঠানই এই শর্ত পূরণ করতে পারছে না। স্বাস্থ্য অধিদফতরের সরেজমিন পরিদর্শন টিম বিভিন্ন বেসরকারী মেডিকেল কলেজ ঘুরে এসে যে রিপোর্ট দিয়েছে তা খুবই হতাশাব্যঞ্জক। একটি কলেজে রোগী, ডাক্তার কিছুই নেই, ছাত্র মাত্র তিনজন। আরেকটি মেডিকেল কলেজে রোগী তো নেই-ই বরং রোগীদের বেডগুলো ব্যবহার হয় হোস্টেল হিসেবে।

বেসরকারী মেডিকেল কলেজগুলোর অনিয়ম ও অব্যবস্থা শিউরে ওঠার মত চিত্র বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে পত্রপত্রিকায়। বিগত জোট সরকারের আমলে শর্ত পূরণ না করেই অনুমোদন পেয়ে যাওয়া মেডিকেল কলেজগুলোর অধিকাংশই নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করেই চালিয়ে যাচ্ছে তাদের কার্যক্রম। মানসম্মত মেডিকেল কলেজ হিসেবে গড়ে ওঠার পথে যা অন্তরায়। সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও তার কার্যকারিতা না থাকলে দক্ষ ও মানসম্মত চিকিৎসক গড়ে তোলা কঠিন। সুতরাং নিয়ম-নীতির মাপকাঠিতে যেসব বেসরকারী মেডিকেল কলেজ যোগ্য ও মানসম্পন্ন শুধু সেগুলোর অনুমোদন বহাল রেখে অন্যগুলোর অনুমোদন বাতিল করার আগে কঠোরভাবে সতর্ক করা দরকার। বেসরকারী মেডিকেল কলেজগুলোর অনুমোদন, তদারকি ও প্রশাসন দেখাশুনার ভার বিভিন্ন খাতে বিভক্ত হওয়ায় সংকট নিরসনের বদলে কেবল ঘনীভূত হচ্ছে। গোটা বিষয়টি একটি প্রতিষ্ঠানের অধীনে আনা হলে সুফল মিলতে পারে। শর্ত পূরণ না করে আর একটিও বেসরকারী মেডিকেল কলেজ যাতে অনুমোদন না পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিটি কলেজে শিক্ষার পরিবেশ, যোগ্য শিক্ষক ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদিসহ হাসপাতাল যাতে থাকে তা দেখার জন্য সুষ্ঠু মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে। কোথাও নীতিমালা লংঘন হলে তার জন্য সংশ্লিষ্ট কলেজকে সতর্ক করতে হবে এবং প্রয়োজনে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। যে ১৬টি বেসরকারী মেডিকেল কলেজকে সমস্যাজর্জর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলোর চলমান শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত না করে সমস্যা নিরসনের প্রয়োজনীয় তাগিদ দিতে হবে, প্রয়োজনে দিতে হবে লজিস্টিক সমর্থন। অপরদিকে যে ১০টি বেসরকারী মেডিকেল কলেজ সকল শর্ত পূরণ করেছে, শিক্ষার মান আরো উন্নত করার জন্য সেগুলোকে উৎসাহিত করতে হবে। দেশে অপ্রতুল মেডিকেল শিক্ষা ব্যবস্থার কথা মাথায় রেখে নিয়ম ভঙ্গের কারণে কলেজ বন্ধের চরম সিদ্ধান্ত না নিয়ে দোষ-ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ দেয়ার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা বাঞ্ছনীয়। সর্বোপরি মনে রাখতে হবে, মানব চিকিৎসার শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষার মানের প্রশ্নে কোন আপোস হতে পারে না। চিকিৎসা যেহেতু মানুষের তাই পূর্ণাঙ্গ যোগ্য ও মানসম্পন্ন চিকিৎসক হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি, গাফিলতি ও কমতি মেনে নেয়া যায় না। বিষয়টি সবাই যত তাড়াতাড়ি হৃদয়ঙ্গম করবেন ততই মঙ্গল।